পাঠকের কাছে বিস্মৃত প্রায় । যুদ্ধোত্তর কালের পরিবর্তিত সমাজজীবন এবং দ্বিধা - দ্বন্দ্ব - হতাশা জড়িত মানসিকতায় পাঠক হয়ত নিজেকে প্রভাত - সাহিত্যে সন্ধান করে পায়না। উপরন্তু বাংলা সাহিত্যাকাশে ইত্যবসরে শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬ - ১৯৩৮) আবির্ভাব প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তায় আঘাত হানলেও মনে হয় পরবর্তীকালে প্রভাত জীবন ও সাহিত্যের আলোচনার স্বল্পতা তাঁকে সাধারণ পাঠকের বিস্মরণের কোঠায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে । সুখের কথা কিছুদিন আগে তাঁর জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলার সুধী সমাজ তাঁকে স্মরণ করেছেন যদিও তাঁদের তেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্যক্রম সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই ।

যুক্তিসঙ্গত কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে এঁদের সম্পর্কে আলোচনার অপ্রতুলতা নেই । এমনকি আরও পরবর্তিকালের কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ - ১৯৫০) মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১০ - ১৯৫৬) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮ - ১৯৭১) সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । অথচ প্রভাতকুমার একমাত্র তাঁর ছোটগল্প রচনার সংখ্যা এবং উৎকর্ষের বিচারে সাহিত্যের আসরে উল্লিখিত লেখকগণের পাশেই স্থান পাবার যোগ্য ।

একথা স্মরণ করি , বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা অথবা কথাসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমারের সাহিত্যকৃতির আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে প্রায় সকল বিদগ্ধ সমালোচকই করেছেন (গ্রন্থপঞ্জীতে বিস্তারিত পরিচয় আছে)। নিঃসন্দেহে সেই আলোচনাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আলোচনার সংক্ষিপ্ততা বিশেষত: জীবন পরিচয় বিহীন এই আলোচনাগুলি প্রভাতকুমারের সাহিত্যকৃতির পূর্ণস্বাদগ্রহণের আগ্রহ আংশিকভাবে মাত্র মেটাতে সক্ষম । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য - সাধক - চরিতমালা'র - ৫৪ নং পুস্তিকায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের যে জীবনী সংকলিত হয়েছে তা অতি সংক্ষিপ্ত । বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার' গ্রন্থটিতে প্রভাতকুমারের ব্যক্তিজীবন ও জীবনদৃষ্টির পরিচয় প্রদানের চেষ্টা থাকলেও মূলত: হাস্যরসিক প্রভাতকুমারের পরিচয় এখানে প্রাধান্য পেয়েছে । ডা: শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ' প্রভাতকুমার: জীবন ও সাহিত্য' গবেষণামূলক গ্রন্থটিতে প্রভাতকুমারের গল্প উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা থাকলেও তাঁর কবিতা , প্রবন্ধ - নিবন্ধ , প্রহসন এবং অনুবাদ রচনাগুলি আলোচিত হয়নি । এছাড়া প্রভাতকুমারের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত আলোচনাও অনুপস্থিত ।

সৃষ্টিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে স্রষ্টার পরিচয়ের প্রয়োজন রয়েছে। সেইজন্য প্রভাতকুমারের ব্যক্তিজীবনের যথাসাধ্য পরিচয় তুলে ধরে সেই আলোকে তাঁর অদ্যাপি পুস্তকাকারে প্রকাশিত অথবা সাময়িক পত্র - পত্রিকার পৃষ্ঠায় আবদ্ধ সমগ্র সাহিত্যকৃতির পরিচিতি এবং মূল্যায়ণের প্রয়াস এই নিবন্ধে।

প্রথমত: প্রভাতকুমারের ব্যক্তিজীবন এবং জীবনদৃষ্টির পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই দৃষ্টির আলোকে তাঁর সৃষ্ট রচনাগুলির আলোচনা এবং মূল্যায়ণের এ চেষ্টা। প্রভাতকুমারের রচনাপ্রবাহকে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রহসন, প্রবন্ধ - নিবন্ধ এবং অনুবাদ অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়ে আলোচনার ধারা অগ্রসর হয়েছে।

একথা সত্য, স্বভাববশেই প্রভাতকুমার ছিলেন আত্মগোপন প্রয়াসী এবং আত্মপ্রচারে অত্যন্ত বিমুখ। ব্যক্তিগত জীবনী রচনায় লেখকের দিনলিপি স্মৃতিচারণমূলক রচনা অথবা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র অত্যন্ত মূল্যবান। বস্তুত: এই ধরণের রচনার মাধ্যমেই লেখকের একান্ত পরিচয় সহজলভ্য। কিন্তু প্রথমযৌবনে রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা কিছু চিঠি এবং পরবর্তী সময়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং অমৃতলাল বসুর নিকট লিখিত দুই - একটি প্রয়োজনীয় পত্র ছাড়া প্রভাতকুমারের চিঠিপত্রের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁর কোন দিনলিপির সন্ধান মেলেনি, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধ আত্মকথনমূলক রচনার সংখ্যাও অতি অল্প। লেখকের জীবৎকালে অন্যকোন সাহিত্যসেবীও প্রভাতকুমারের জীবনী লেখার প্রয়াস পাননি। অবশ্য স্মৃতিচারণকালে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের দুই - একটি ঘটনার উল্লেখ কয়েকজন করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম প্রভাত-সুহৃদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রভাতকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকালে অনেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ সহযোগে জীবনদৃষ্টির পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। এই ধরণের রচনার মধ্যে অন্যতম মূল্যবান মন্মথনাথ ঘোষ বিরচিত 'প্রভাত স্মৃতি।' প্রভাত সুহৃদ চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের 'পরলোকে প্রভাতকুমার', কালিদাস রায়ের 'কথাশিল্পী প্রভাতকুমার' এবং কিরণবালা দেবী সরস্বতীর 'প্রভাত প্রয়াণে'। সরলাবালা সরকারের 'সাহিত্য জিজ্ঞাসা'। সীতা দেবীর পুণ্যস্মৃতি' এবং বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থগুলিতে প্রভাতকুমারের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধীয় কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে। রঙ্গপুর অবস্থানকালে প্রভাতকুমারের কার্যকলাপের কিছু পরিচয় আছে রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় (ত্রৈমাসিক)। দার্জিলিং অবস্থানকালে প্রভাতকুমার 'লুইস্ জুবিলি

স্যানিটোরিয়ামে ছিলেন । সেখানে তাঁর জীবনী সংক্রান্ত তথ্যের অনুসন্ধান করেছি । কলিকাতা নিবাসী প্রভাতকুমারের পৌত্র শ্রীমিহির কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রভাত জীবনের কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর নির্দেশানুসারে প্রভাতকুমারের আত্মীয় সম্পর্কিত গয়ায় অবস্থানকারী শ্রীঅজিত শরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন নূতন সংবাদের সূত্র মেলেনি । প্রভাতকুমারের বাল্য - কৈশোরের শিক্ষাস্থল এবং শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা হয়েছিল জামালপুর এইচ.ই স্কুলে । তথ্য সংগ্রহের জন্য সেখানে যোগাযোগ করেও নিষ্ফল হতে হয়েছে । একই উদ্দেশ্যে প্রভাতকুমারের জীবন-কালের কয়েকজন সাহিত্যসেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি । এঁদের মধ্যে অন্য বর্তমানে কলিকাতা নিবাসী সুনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীবলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) । তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে কোন নূতন তথ্য সংগৃহীত না হলেও কিছু মূল্যবান উপদেশ তিনি দিয়েছেন । বর্ষীয়ান সাহিত্যিক দারভাঙ্গা-স্থিত শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করায় তিনি প্রভাতকুমারের সমসাময়িককালের কয়েকজন লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন । নির্দেশানুযায়ী ৺অপূর্বমণি দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়, কিন্তু তিনি তখন অত্যন্ত অসুস্থ এবং কিছুদিনের মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেন । বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীপুলিন বিহারী সেন মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করায় তাঁর সংকলিত 'প্রভাত - রবি' রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তথ্য প্রাপ্তির সম্ভাব্য ব্যক্তি এবং স্থানের নির্দেশ দিয়েছিলেন । তদানুযায়ী সেই সব ক্ষেত্রে সাধ্যমত অনুসন্ধান করেছি । কলিকাতার ডি.এম. লাইব্রেরীর শ্রীগোপ... ..স মজুমদার মহাশয় প্রভাতকুমারের জীবন সম্পর্কিত কিছু অভিনব সংবাদ দিলেও উপযুক্ত প্রমাণাভাবে সেইগুলি উপস্থাপিত করা সমীচীন বোধ হয় না । কলিকাতা ল কলেজের ক্যালেন্ডার থেকে প্রভাতকুমারের আইন অধ্যাপনা জীবনের কিছু পরিচয় সংগৃহীত হয়েছে ।

কবিতা রচনার মাধ্যমেই প্রভাতকুমার সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন । কবিতাগুলি সাধারণত: 'ভারতী', 'সাধনা', 'দাসী' এবং 'প্রদীপ' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল । কিন্তু কবি প্রভাতকুমারের পরিচয় আজ বিলুপ্তির পথে । সামগ্রিকভাবে তাঁর কাব্য - কবিতার আলোচনা কোথাও নেই। 'শ্রীভবন' প্রকাশিত প্রভাত গ্রন্থাবলীর প্রথম খন্ডে তাঁর রচিত ব্যঙ্গ - কাব্য 'অভিশাপ' এবং আরও কুড়িটি কবিতা সংকলিত হয়েছে । উপরে উল্লেখিত পত্রিকাগুলির অনুসন্ধান করে আরও সাতাশটি কবিতার সন্ধান মিলেছে । কবিতাগুলিতে লেখকের কৈশোর - যৌবনকালের জীবন চিন্তার পরিচয় আছে ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জন্ম—২২শে মাঘ ১২৭৯ মৃত্যু—২২শে চৈত্র ১৩৩৮

প্রভাতকুমারের একটি অপ্রচলিত ছবি। 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থ (দ্বিতীয় সংস্করণ) থেকে পুনর্মুদ্রিত।
[কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

সাহিত্যিক প্রভাতকুমারের সিদ্ধিলাভ ঘটেছে ছোটগল্পকার হিসাবে। বস্তুত: আমাদের বাস্তব সংসারের অতি পরিচিত সুখ - দু:খ, হাসি - কান্না, প্রেম - প্রীতি - ঈর্ষ্যা, ভুল - ভ্রান্তি - অসঙ্গতিতে ভরা জীবনের রূপটিকে অদ্ভুত সংবেদনশীল মন নিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং আশ্চর্য্য শিল্প দক্ষতায় তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ছোটগল্প রচনার কলাকৌশল পারঙ্গমতায় বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকারদের কাছে আজও তিনি অনেক দিক থেকে বরণীয়। বারটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত সমস্ত গল্প এবং কোন গ্রন্থগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন আটটি গল্প এখানে আলোচিত হয়েছে।

উপন্যাস রচনায় ছোটগল্পের শিল্পোৎকর্ষ অনুপস্থিত হলেও কাহিনী পরিবেশনার গুণে - তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই সুখপাঠ্য। তেরটি উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন এছাড়াও রয়েছে বারোজন সাহিত্যিকের মিলিত প্রচেষ্টায় লিখিত 'বারোয়ারী উপন্যাস'এর প্রভাতকুমার লিখিত তিনটি অধ্যায় এবং 'বিদায় বাণী' উপন্যাসের কিয়দংশ। 'বিদায় বাণী' উপন্যাসটি রচনা-কালেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। সমস্ত উপন্যাসগুলি আলোচনার সঙ্গে বারোয়ারী উপন্যাস এবং 'বিদায় বাণী'র প্রভাতকুমারের রচিত অংশবিশেষও আলোচিত হয়েছে। গল্প - উপন্যাস আলোচনায় প্রভাত মানসিকতা অনুধাবনের প্রয়াস পেয়েছি।

বাঙালীর সংসারে পুত্র - কন্যার বিবাহ সমস্যা অবলম্বনে প্রভাতকুমার রচিত একমাত্র কৌতুকরসাশ্রিত প্রহসন 'সূক্ষ্মালোম পরিণয়' এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থসমালোচক ও নাট্যরসিক প্রভাতকুমারের পরিচয় বহন করছে বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর কিছু প্রবন্ধ - নিবন্ধ। কয়েকটি নিবন্ধে তাঁর স্বদেশী আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় আছে। 'প্রভাত - গ্রন্থাবলী'তে (শ্রীভবন এ বসুমতী সংস্করণ) এই সমস্ত প্রবন্ধ নিবন্ধের কয়েকটি মাত্র সংকলিত হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৫৪ নং পুস্তিকায় কিছু প্রবন্ধের নামোল্লেখ থাকলেও সেইগুলি সহজলভ্য নয়। 'প্রদীপ', 'মানসী' ও 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'সচিত্র শিশির', 'রামধনু', রংমশাল' ইত্যাদি পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সেইগুলির পাঠ গ্রহণ করেছি। প্রভাতকুমার কৃত কিছু অনুবাদের পরিচয় পেয়েছি সমসাময়িককালের 'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রভৃতি পত্রিকা থেকে।

নিবন্ধ রচনায় পূর্বসূরী পণ্ডিত সমালোচক এবং গবেষকদের আলোচনার ফলাফল অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। সেইসব আলোচনা

থেকে স্থল-

বিশেষে আলোকগ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে পুনর্বিচারের প্রয়াস পেয়েছি।

তথ্য সংগ্রহের জন্য কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার (ন্যাশনাল লাইব্রেরী), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বোলপুরস্থিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র ভবন, কলিকাতাস্থিত সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শিলিগুড়ি শাখা গ্রন্থাগার এবং উত্তর-বঙ্গ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে 'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রভাতকুমারের চিঠিপত্র এবং 'কাহিনী' কবিতাটির পাণ্ডুলিপি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। ইতঃপূর্বে অপ্রকাশিত প্রভাতকুমারের লেখা তিনটি পত্রের সন্ধান পেয়েছি। পত্রগুলিতে প্রভাতকুমারের ব্যক্তিগত জীবন এবং চিন্তার কিছু আভাষ আছে। পরিশিষ্টে কাহিনী কবিতার প্রচ্ছদ-পটের এবং প্রভাতকুমার লিখিত তিনটি পত্রের আলোকচিত্র সংযোজিত করা গেল।